দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সেশনজট নিয়েই জবিতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু

ওমর ফারুক ঃ এক বছরের সেশনজট নিয়ে শুরু হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ক্লাস। যারা গত বছরের এপ্রিল মাসে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তারা এখনও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করতে পারেনি। আর এবার খোলা তিনটি বিভাগেও কোন শিক্ষক নিয়োগ এখনও দেয়া হয়নি। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। তবে নানা অব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের বৈঠকে ইতোমধ্যে ওরিয়েনটেশন ক্লাসের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৫ এপ্রিল একযোগে সকাল ১০টায় সব বিভাগে ওরিয়েনটেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস, কোর্স পদ্ধতি, পরীক্ষার নিয়ম-নীতি, সেমিস্টার সিস্টেম এবং গ্রেডিংসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকলেও প্রশাসন এ ব্যাপারে বরাবরের মত এবারও নীরব ভূমিকা পালন করছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগে এবার প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হয়েছে। কলা অনুষদের বিভাগ হল ৬, সমাজ বিজ্ঞান ৪টি, বিজ্ঞান অনুষদের ৮টি, ব্যবসা শিক্ষা অনুষদের ৪টি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রায় প্রতিটি বিভাগে রয়েছে দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজট। ফলে বর্তমানে তিনটি ব্যাচ অতিরিক্ত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে সাতটি ব্যাচে শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ২৭ হাজার। বিপরীতে ১২টি হল থাকলেও তার খবর নেই। এসব শিক্ষার্থীর জন্য প্রশাসন অতিরিক্ত বাস ভাড়া করে আসছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস রয়েছে ৮টি। নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য আরো বাস ভাড়া করা হলে এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন বিশাল অংকের টাকা বরাদ্দ রাখতে হচ্ছে ঠিক তেমনি প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নতুন খোলা তিনটি বিভাগের দফতর থাকলেও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। চলছে অন্য বিভাগের শিক্ষক দিয়ে। কবে নাগাদ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে চিন্তিত রয়েছে। একজন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ইনকিলাবকে বলেন, অনেক টাকা দিয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হয়েছি। ছোটবেলা থেকে সাংবাদিক হব এ আশায় কিন্তু শুনেছি ওই বিভাগে এখনও নাকি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। তাহলে আমাদের পড়াবে কারা? বিভাগগুলো হল আইন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ। বর্তমানে এই তিন বিভাগে অন্য তিন বিভাগের তিনজন শিক্ষক ভারপাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ভারপাপ্ত চেয়ারম্যান জানান, 'আমাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আমরা সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছি। দুটি বিভাগের একত্রে দায়িত্ব পালন করা একটু কঠিন কাজ। তবুও করছি।'